জরুরি হটলাইনে কুপ্রস্তাবের অভিযোগে কুষ্টিয়া থেকে কিশোর আটক

আইইডিসিআরসহ দেশের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী হটলাইন নম্বরে বারবার কল করে অশালীন ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সাইবার পুলিশের সহযোগিতায় ১৩ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

গত মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ তাকে আটক করে।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম জানান, বিশ্বব্যাপী মহামারি আকার ধারণ করা করোনা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য-পরামর্শ এবং সময়োপযোগী সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় বেশকিছু হটলাইন নম্বর। এসব হটলাইনে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ এবং তথ্য সেবা দিয়ে থাকেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তারা করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করলেও অনেক কলারই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। বিশেষ করে হটলাইনে কোনও নারীকণ্ঠ শুনলেই কোনও কোনও কলার অশ্লীল কথা বলেন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন।

কুষ্টিয়ায় আটক কিশোর আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় তথ্য সেবা বাতায়নসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী টোল ফ্রি হটলাইন নম্বরে কল করে ও বার্তা পাঠিয়ে নারীকর্মীদের কুপ্রস্তাব দেয়। আটক কিশোর কোনও কোনও হটলাইন নম্বরে শতাধিকবার কল দেয়।
সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম বলেন, ‘কিশোরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি তার বাবার নামে রেজিস্ট্রেশন করা। অল্প বয়সী ছেলেকে মোবাইল কিনে দিলেও মোবাইল ফোন কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, খোঁজ রাখেননি বাবা। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ কিশোরের বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে।’

সিআইডির এই কর্মকর্তা জানান, এসব অবাঞ্ছিত কলের কারণে অহেতুক জরুরি এসব নম্বর ব্যস্ত থাকে। এর ফলে আসলেই যার তথ্য বা সেবা দরকার, তিনি সঠিক সময়ে সেবাটি পাচ্ছেন না। মার্চের প্রথম থেকেই করোনা সংক্রান্ত গুজব প্রতিরোধসহ দেশের জনগণ যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা পায় এ বিষয়ে সিআইডির সাইবার পুলিশ কাজ করে আসছে। রাজধানীর বনানী থানার একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির সাইবার পুলিশ

সেন্টার কুষ্টিয়া জেলা পুলিশকে অপরাধীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি দল কুষ্টিয়া পৌরসভার ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে ১৪ এপ্রিল সকালে এই কিশোর অপরাধীকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে আটক কিশোর প্রতিনিয়ত হটলাইনে নারীকর্মীদের হয়রানিসহ অশ্লীল কথা ও বার্তা পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করে।

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সির অবস্থাও শোচনীয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ এপ্রিল রাত পর্যন্ত আরও ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ ছয় বাংলাদেশি হলেন বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সভাপতি ঝন্টু সরকার, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রী পেয়ারা হোসেন বেবী, নরসিংদী জেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার বড় বোন হাসনা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমিরুল ইসলাম বাবলুর বাবা শফিকুর রহমান এবং মানিক মিয়া ও মোহাম্মদ খোকন (৫৪)।

এদিকে নিউজার্সির গভর্নর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দুই বেদনার যুদ্ধ ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধে মারা যাওয়া রাজ্যের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে করোনা মহামারী। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের লাশ গণকবরে দেওয়া হচ্ছে না বলে

সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার। তিনি বলেন, যদি কোনো বাংলাদেশির লাশ কোনো হাসপাতালে থাকে এবং কেউ দায় না নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যুগান্তর

গাংনীতে সরকারি আর্দেশ উপেক্ষা করে রড-সিমেন্টের দোকান খোলা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারি লকডাউন মেনে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে রয়েছে। সেখানে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে গাংনী বাজারের মেসার্স ট্রেডার্স হার্ডওয়ারের মালিক নাসির উদ্দিন প্রতিদিন দোকান খুলে লকডাউনের মধ্যেই চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। ফলে অন্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশাসনের “কঠোর অবস্থানের” কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যশোর, ঢাকা ও চট্ট্রগ্রাম জেলা থেকে ট্রাকের মাধ্যমে টন টন রড আসছে গাংনীতে। সেই সাথে আসছে বাহিরে কর্মরত মানুষ। যার ফলে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের আশংকা রয়েছে। সেই রড খোলা বাজারে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করছে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন।

কেবল রডই নয়, ইট, সিমেন্ট, টিন, লোহালক্কড় এমনকি টাইলস সহ বহু পণ্যের দোকানও গোপনে খোলা রয়েছে গাংনীতে। মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের পাশে বসুন্ধরা পাড়া সংলগ্ন এলাকায় লকডাউন ঘোষণার পর থেকে দোকান খুলে রড সিমেন্ট বিক্রয় করছে মেসার্স ব্রাদার্স ট্রেডার্স হার্ডওয়ার এর মালিক নাসির উদ্দিন।

বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনীর টহল, পুলিশের তৎপরতা সর্বোপরি সরকারি নিষেধাজ্ঞা, সবকিছু উপেক্ষা করেই এক রকম বিনা বাধায় রমরমা ব্যবসা করে আসছেন নাসির উদ্দিন। প্রকাশ্যে রড, সিমেন্ট, বিক্রি করলেও লকডাউনের অজুহাতে এসব পণ্যের দামও রাখছেন বাড়তি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় গাংনী বাজারের কয়েকজন রড ব্যবসায়ী জানান, আমরা সরকারি নির্দেশ মোতাবেক দোকান বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছি। লকডাউন যেন আমাদের ওপরই এককভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা ঘরে আছি। অথচ গাংনী বাজারের ব্রাদার্স ট্রেডার্সের মালিক নাসির উদ্দিন সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিদিন দোকান খোলা রেখে একা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। তার বিষয়ে প্রশাসন একেবারে নিরব।

সম্প্রতি স্থানীয় প্রশাসন এক প্রজ্ঞাপন জারি করে চাল, ডাল, কাঁচামালের মতো জরুরি নিত্য পণ্যের দোকান সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখার আদেশ দেয়। সমালোচনার মুখে সেই সময় সীমা আরো দুই ঘণ্টা বাড়ানো হলেও লকডাউনের এ পরিস্থিতিতে রড সিমেন্টের ব্যবসা কি করে চলে। প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা।

এব্যাপারে মেসার্স ব্রাদার্স ট্রেডার্সের মালিক নাসির উদ্দিন বলেন, আমার দোকানে তিনজন লেবার রয়েছে। ব্যবসা না করলে তাদের বেতন দেবো কী করে? অন্য দোকান বন্ধ রয়েছে এমন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গোপনে তারাও ব্যবসা করছে। আমার দোকানের সামনে দিয়ে প্রতিদিন প্রশাসন চলাফেরা করে আমাকে কেউ নিষেধ করেনি। আপনারা সাংবাদিক ছবি তুলছেন কেন।

এব্যাপারে গাংনী থানার (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, কেউ যদি সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে গাংনী বাজারে দোকান খোলা রাখে তার বিরুদ্ধে তদন্ত পূবক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান, তিনি ।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফির্সার দিলারা রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার সকল ব্যবসায়ীদের সরকারি নিদের্শ মোতাবেক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ যদি সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে দোকান খোলা রাখে তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় সরকারী আদেশ অমান্য করায় ২ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ২ জনকে ২ হাজার ৫’শ টাকা জরিমানা করেছে।

শহরের হাইরোডে টুম্পার মামুন বেকারীতে ও গোবিন্দপুরে সরকারী আদেশ অমান্য করে বাড়িতে রাজ মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে তাদের উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোডে টুম্পার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, পাউরুটি, কেক তৈরী করে্।

এ দিকে আজ মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে ট্রম্পার মামুন বেকারীকে অভিযান চালনায়।

এসময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরীর অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৫০ ধারা লঙ্ঘন করায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়ার শহরের গোবিন্দপুর গ্রামে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মৃত ইব্রাহিম আলীর ছেলে আব্দুল মজিদ বাড়িতে রাজমিস্ত্রেরী দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে দন্ডবিধি ২৬৯ ধারায় ৫’শ টাকা জরিমানা করেন।

কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কর্মহীন, অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ

ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা সড়কে এসব বিতরণ করা হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে।

তাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে-খাওয়া দিনমজুর এসব মানুষগুলো। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আনরা জেলা শাখার উদ্যোগে এসব কর্মহীন মানুষের মাঝে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে অসহায় দিনমজুরদের পাশে সহযোগিতার জন্য সমাজের বিত্তশালীসহ জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহবানও জানান তিনি।

এসময় তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, যুগ্ন-আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন বিপুল, সদর উপজেলা শাখার সদস্য সচিব মেজবাহুর রহমান লিগার, দৈনিক সময়ের কাগজের বার্তা সম্পাদক নুরুন্নবী বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারণ মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। ছয়রাস্তার মোড়ে সবজি বিতরণ শেষে মজমপুর গেটে সবজি ভ্যান নিয়ে আসা হয়। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সর্বশেষ হাসপাতাল মোড়ে সবজি বিতরণ করা হয় লোকজনের মাঝে।

সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া ও বাধাকপি। কয়েক হাজার মানুষের মাঝে প্রায় ৮০ মন সবজি বিতরণ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়।

সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি। মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সমকাল প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, কালের কণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা তারিকুল হক তারিক, নধৎঃধ২৪.পড়স এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে সরকারী ত্রাণের সাথে পাউডার দিলেন মুরাদ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের প্রকোটে অসহায় হয়ে পরা দিনমুজুরদের মাঝে ৩য় ধাপে ত্রাণ বিতরনের মধ্যে পাউডার দিয়ে সহোযোগীতা

করেছেন টিউলিপ বাংলাদেশ কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মুরাদ আলী।

শনিবার দুপুরে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর হাতে ৭২০ প্যাকেট নিজের কোম্পানির তৈরিকৃত টিউলিপ পাওয়ার ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার তুলে দেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট চালু

বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট করোনার সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে “বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে চালু করা হয়।

একটি বক্স থেকে অন্য বক্সের দূরত্ব ১০ ফুট এবং এই লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব ২০ ফুট। প্রতিটি বক্সে একটি দোকান বসবে। একটি দোকানে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় শেষ হলে অন্যজন ক্রয় করবে। চুন দিয়ে বক্সগুলো তৈরি করা হয়।

এটি বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

এ জন্য দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সকল সদস্যেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল। পরর্বতী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এখন থেকে এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।